RAMSADAY COLLEGE, AMTA, HOWRAH

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE

MODULE-II

SEMESTER-II (CC-2)

GENERAL

NAME OF THE TEACHER-TANUSHREE SARKAR

PAPER-COMPARATIVE GOVERNMENT AND POLITICS

TOPIC-DIFFERENCE BETWEEN LIBERAL-DEMOCRATIC AND SOCIALIST POLITICAL SYSTEM.

Very short Questions

(1) উদারনৈতিক গনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংজ্ঞা দাও।

বা

(1) উদারনৈতিক গনতান্ত্রিক কাকে বলে?

(2) 'Comparative Government' গ্রন্থটি কার লেখা?

→ Jean Blondel (জিন ব্লনডেল)

(3) Alan Ball (এ্যালান বল) এর একটি গ্রন্থের নাম লিখো।

→ Modern Politics and Government.

(4) সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা কাকে বলে।

(5) সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ কর।

→ (1) সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একটি সরকারি মতাদর্শ থাকে, যার নাম হল মার্ক্সবাদ।

(2) সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকারের বিভিন্ন বিভাগ বিচারবিভাগ, আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগের মধ্যে স্বাতন্ত্রীকরন করা হয় না।

(6) উদারনৈতিক গনতান্ত্রিক ব্যবস্থার দুটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ কর।

→ (1) উদারনৈতিক গনতন্ত্রে আইনসভা, প্রশাসন, আদালত আমলাতন্ত্র ইত্যাদি সাংবিধানিক বিধি অনুযায়ী গঠিত হয়।

(2) উদারনৈতিক গনতন্ত্রে জনগনকে সমস্ত ক্ষমতার উৎস মনে করা হয়।

) উদারনৈতিক গণতন্ত্র সংবিধান-নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান গুলি ছাড়াও সংবিধান বহির্ভূতভাবে গঠিত কিছু প্রতিষ্ঠান দেখা যায়, যেমন স্বার্থগোষ্ঠী, রাজনৈতিক দল, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী ইত্যাদি।

(৮) সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি কি?

উত্তর:- সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি হল মার্কসবাদী আদর্শ। তাছাড়াও লেনিনবাদ, মাও সে তুঙের চিন্তাধারা ইত্যাদি।

(৮) উদারনৈতিক দর্শনের জনক কাকে বলা হয়?

জন লককে (John Locke) উদারনৈতিক দর্শনের জনক বলা হয়।

(৯) উদারনৈতিক চিন্তাবিদদের দুটি নাম উল্লেখ কর।

উত্তর:- জন লক, জেমস মিল, বেন্থাম ইত্যাদি।

(১০) উদারনৈতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার উদাহরণ উল্লেখ কর।

উত্তর: ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, বাংলাদেশ, ভারত, কানাডা, জাপান ইত্যাদি।

(১১) সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার উদাহরণ দেও।

উত্তর: চীন, ~~[illegible]~~ কিউবা, ভিয়েতনাম ইত্যাদি।

(১২) উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি পার্থক্য নির্দেশ কর।

উত্তর: উদারনৈতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক সাম্য ও স্বাধীনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় আর্থনৈতিক সাম্য স্বাধীনতা ও সাম্যকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়।

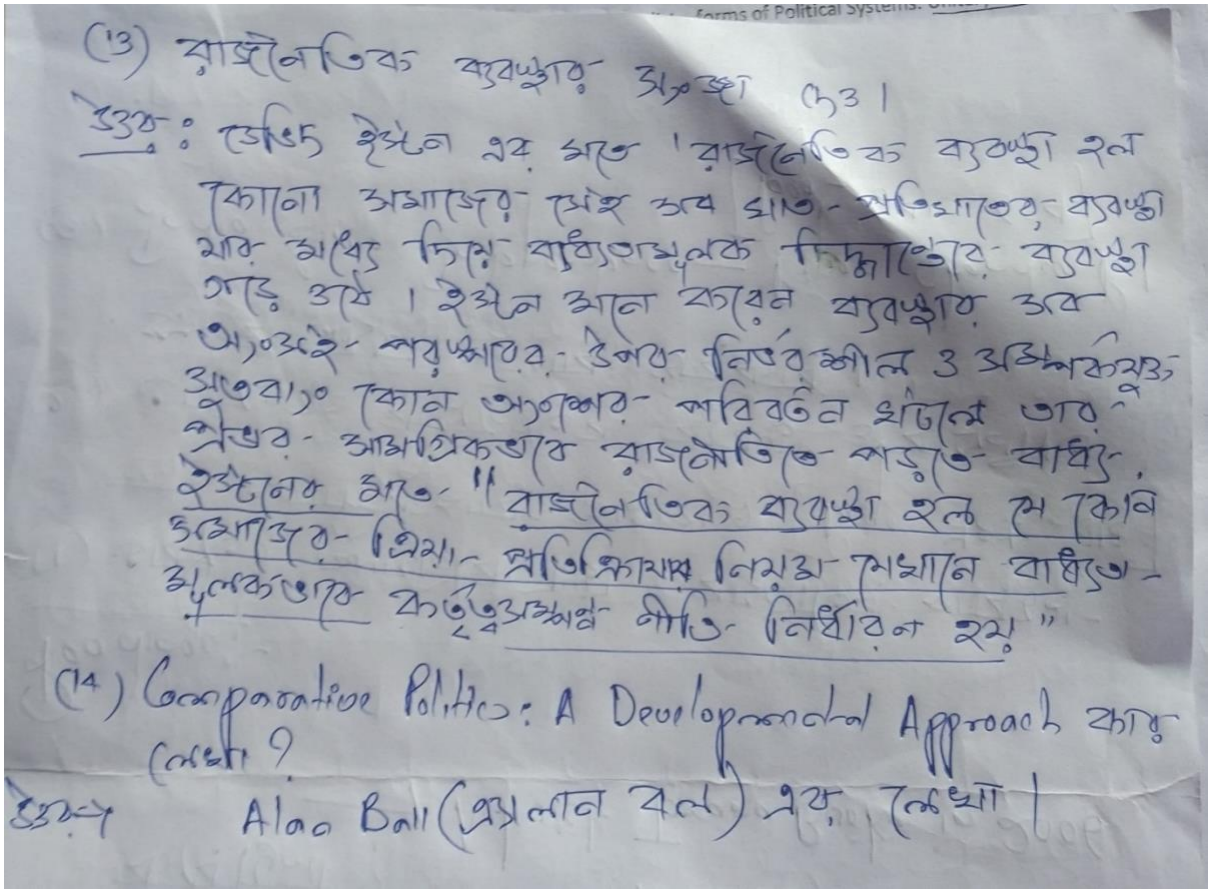

(13) রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংজ্ঞা দেও।

উত্তর: ডেভিড ইস্টন এর মতে 'রাজনৈতিক ব্যবস্থা হল কোনো সমাজের সেই সব ঘাত-প্রতিঘাতের ব্যবস্থা যার মধ্যে দিয়ে বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্তের ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। ইস্টন মনে করেন ব্যবস্থার সব অংশই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল ও সম্পর্কযুক্ত সুতরাং কোন অংশের পরিবর্তন ঘটলে তার প্রভাব সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক পড়তে বাধ্য। ইস্টনের মতে "রাজনৈতিক ব্যবস্থা হল যে কোন সমাজের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নিয়ম যেখানে বাধ্যতামূলকভাবে কর্তৃত্বসম্পন্ন নীতি নির্ধারণ হয়"

(14) Comparative Politics: A Developmental Approach কার লেখা?

উত্তর: Alan Ball (এ্যালান বল) এর লেখা।

উদারনৈতিক গনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পার্থক্য লিখো।

৪.৪ উদারনীতিবাদী রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য (Differences between Liberal Political Systems and Socialist Political Systems)

রাজনৈতিক স্বাধীনতা, চিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সাম্য ইত্যাদি উদারনৈতিক দর্শনের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি দ্বারা উদারনৈতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক সাম্য ও স্বাধীনতা, সর্বহারা শ্রেণী বা প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা, উৎপাদনের উপায়ের ওপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা, ব্যক্তিগত মালিকানার বিলোপ সাধন, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। উভয় ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্যগুলি হল ঃ

(১) উদারনৈতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক সাম্য ও স্বাধীনতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সাম্যকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। সমাজতান্ত্রিক আদর্শ অনুসারে অর্থনৈতিক সাম্য ও স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক সাম্য ও স্বাধীনতা অর্থহীন।

(২) উদারনৈতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা থাকায় সমাজ মালিক শ্রেণী ও শ্রমবিক্রয়কারী শ্রেণী—পরস্পরবিরোধী এই দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। উভয়ের মধ্যে শ্রেণীদ্বন্দ্ব থাকে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র উৎপাদনের ওপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করায় সেখানে শ্রমিক-মালিক ভেদ থাকে না। সকলেই শ্রমবিক্রয়কারী প্রলেতারিয়েত শ্রেণী। এই ব্যবস্থায় তাই শ্রেণীবিভাজন, বিভিন্ন শ্রেণী, শ্রেণীশোষণ বা শ্রেণীদ্বন্দ্ব থাকে না।

(৩) উদারনৈতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বহু দলের অস্তিত্ব দেখা যায়। এই ব্যবস্থায় বিভিন্ন শ্রেণী ও তাদের বিভিন্ন ধরনের স্বার্থ ও সমস্যা থাকে। বিভিন্ন ধরনের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য উদারনৈতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় একাধিক রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠে এবং তাদের আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় একাধিক শ্রেণী, শ্রেণীশোষণ বা শ্রেণীদ্বন্দ্ব থাকে না। সকলেই শ্রমিক বা কৃষক বা প্রলেতারিয়েত শ্রেণীভুক্ত হওয়ায় একটিমাত্র রাজনৈতিক দল সকলের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। তাই সমাজতন্ত্রে শুধুমাত্র কমিউনিস্ট দলকেই স্বীকার করা হয়।

(৪) উদারনৈতিক গণতন্ত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকার করা হয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে স্বীকার করা হয় না। কারণ এই অধিকার শোষণমূলক ব্যবস্থার সৃষ্টি করে।

(৫) উদারনৈতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় মুক্ত বাজার অর্থনীতি বা laissez faire নীতি প্রচলিত। মুক্ত বাজারে চাহিদা ও জোগানের নিয়মের ভিত্তিতে এবং প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দ্রব্যের অর্থমূল্য স্থির করা হয়। রাষ্ট্র বা সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মুক্ত বাজার অর্থনীতির বদলে রাষ্ট্র বা সরকার নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি দেখা যায়। উৎপাদন, বিনিময় ও বণ্টনব্যবস্থার ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিকল্পিত অর্থনীতির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির প্রচেষ্টা করা হয়।

(৬) উদারনৈতিক গণতন্ত্রে সংবাদপত্র, বেতার, দূরদর্শন ইত্যাদি গণমাধ্যমগুলির স্বাধীনতা স্বীকার করা হয়। তারা সরকারের সমালোচনা করতে পারে। সরকার তাদের নিয়ন্ত্রণ করে না।

সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সমাজতন্ত্রকে রক্ষার জন্য গণমাধ্যমগুলির ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

(৭) উদারনৈতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এজন্য বিচারবিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার ওপর জোর দেওয়া হয়।

সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিচারব্যবস্থা নিরপেক্ষ হয় না। সমাজতান্ত্রিক স্বার্থ সংরক্ষণের ওপর বিচারবিভাগের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে।

(৮) উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্বার্থগোষ্ঠী ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহকে মেনে নেওয়া হয় এবং তারা তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সরকারের ওপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে। তাদের ওপর কঠোর সরকারি নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় স্বার্থগোষ্ঠী ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ফলে তারা সরকারের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। সেখানে সমষ্টিগত নেতৃত্ব ও গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ভিত্তিতে যাবতীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়।

(৯) উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ধ্যানধারণা দেখা যায়। ব্যক্তির স্বাধীনতা, ব্যক্তির স্বার্থ ও ব্যক্তির অধিকারকে বড়ো করে দেখা হয়।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় ব্যক্তির বদলে সমগ্র সমাজের স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

(১০) উদারনৈতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সাম্রাজ্যবাদ ও সামরিকবাদ সৃষ্টির আশঙ্কা থাকে।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা সাম্রাজ্যবাদ ও সামরিকবাদের শত্রু হিসাবে পরিচিত।

(১১) উদারনৈতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন পদে নিয়োগের বিষয়টি অপেক্ষাকৃত খোলামেলা।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিভিন্ন পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট দলের চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ দেখা যায়।